চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২২ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর সাথে চট্টগ্রাম মহানগর মানবাধিকার কমিটির নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর সাথে ২১ মার্চ ২০১৭ খ্রি. মঙ্গলবার, মেয়র দপ্তরে চট্টগ্রাম মহানগর মানবাধিকার কমিটির নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে মেয়র চট্টগ্রাম মহানগর মানবাধিকার কমিটির নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান এবং মানবাধিকার রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকার আহবান জানান। এসময় চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির চেয়ারম্যান মো. লোকমান আলী, ভাইস চেয়ারম্যান মো. জিয়া উদ্দিন কাদের, মো. আরিফুল আলম টিপু, যুগ্ম মহাসচিব মো. নুরুল আলম, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মৃদুল মজুমদার, যুগ্ম সাংগঠনিক সচিব মো. ওসমান গনি, আইন বিষয়ক সচিব মো. হেলাল উদ্দিন, দপ্তর সচিব মো. জসিম উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব মিলি চৌধুরী, তথ্য ও গবেষনা সচিব মো. আবু বক্কর, পরিবেশ সচিব সৈকত বড়ুয়া, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সচিব মো. নুরুল কাদের, সাংগঠনিক সচিব জুয়েল বড়ুয়া, উত্তর জেলা কমিটির চেয়ারম্যান এম এ নুরুন নবী চৌধুরী, পাহাড়তলী থানা কমিটি মো. হাসেম, নির্বাহী সদস্য মো. কাজল সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় শেষে চট্টগ্রাম মহানগর মানবাধিকার কমিটির নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ মেয়রকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

২২ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

সিভিল সোসাইটি কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত

জাপানের জাইকা' র অর্থায়নে সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের অধীনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ও ইনক্লুসিভ নগর পরিচালনা কর্মসূচী (ওঈএওঅচ) সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ১০৩ সদস্য বিশিষ্ট সিভিল সোসাইটি কো-অর্ডিনেশন কমিটির (CSCC) ৬ষ্ঠ সভা ২২ মার্চ ২০১৭ খ্রি. বুধবার, দুপুরে নগর ভবনের কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে কমিটির সভাপতি ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সদস্য সচিব ও সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, কমিটির সদস্য কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর,চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সভাপতি কলিম সরওয়ার, সুপ্রভাত বাংলাদেশের সহযোগী সম্পাদক এম নাসিরুল হক, বিজিএমইএ' র প্রথম সহ সভাপতি মঈন উদ্দিন আহমদ মিন্টু, চেম্বার পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ, আই ই বি' র সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, আইইবি' র চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম এ রশিদ, চেম্বার পরিচালক অহিদ সিরাজ স্বপন, সিজিপি' র প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, ডেপুটি টিম লিডার মো. মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক মহসিন চৌধুরী, প্রনয়ন এর প্রধান স্থপতি সোহেল মাহমুদ শাকুর, এডিশনাল পিপি মিলি চৌধুরী, সিডিসি' র টাউন ফেডারেশনের চেয়ারপার্সন ঊষা দে, ওমেন চেম্বার পরিচালক রেখা আলম চৌধুরী, কাউন্সিলর মো. হাবিবুল হক, হাসান মুরাদ বিপ্লব, সাইয়্যেদ গোলাম হায়দার মিন্টু, তারেক সোলায়মান সেলিম সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ৫ম সভার কার্যবিবরনী অনুমোদন এবং ৬ষ্ঠ সভার এজেন্ডা সমূহের মধ্যে সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করন ও অগ্রাধিকার বিষয়ে আলোচনা, জাইকার অর্থায়নে অবকাঠামো উন্নয়নের অগ্রগতি ও সমস্যা সমূহ হালনাগাদ বিষয়ে আলোচনা, রাজস্ব আদায় গতিশীল করার লক্ষ্যে রাজস্ব আদায়,অগ্রগতি ও হালনাগাদ তথ্য সমূহ আলোচনা, নাগরিক সমস্যা সমাধানে নারীদের ভুমিকা সম্পর্কে আলোচনা, ডব্লিউ এল সিসি চিহ্নিত ওয়ার্ড ভিত্তিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সমস্যা চিহ্নিত করণ বিষয়ে আলোচনা, সিআরসি জরীপ ও সিআরসি রিপোর্টকার্ড এর অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা,নাগরিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির

বিষয়ে আলোচনা এবং বিবিধ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন জাইকা' র অর্থায়নে চলমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন এর অধীনে নগরীর এয়ারপোর্ট রোডে নির্মাণাধীন ৩টি ব্রিজের যাবতীয় তথ্য উপাত্ত তুলে ধরে বলেন, প্রথম ধাপে জাইকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২ শত ১ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দ্বিতীয় ধাপে ৪ শত ৩৪ কোটি টাকার প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে। তন্মোধ্যে পোর্ট কানেকটিং রোড এবং আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, ফ্লাইওভার এবং ৬টি স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টার অন্যতম। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী' র আগ্রহ ও আন্তরিক স্বদিচ্ছার কারনে জাইকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে উন্নয়নের আওতায় নিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র কমিটির অবগতির জন্য বলেন, তিন অর্থ বছরের মধ্যে নগরীর ৪১ টি ওয়ার্ডের সবগুলো সড়ক, রাস্তা ও বাইলেইন কার্পেটিং করা হবে। নগরীর সবগুলো খাল ও নালার মাটি উত্তোলন করা হবে। শহরকে এলইডির আওতায় এনে শতভাগ আলোকিত করা হবে। নগরীর ফুটপাত,মিডআইল্যান্ড ও গোলচত্বর বিউটিফিকেশনের আওতায় দৃষ্টি নন্দন ও গ্রীন করা হবে। নগরীর যানজট নিরসন সহ ট্রাফিক সিষ্টেমকে আধুনিকায়ন করা হবে। মেয়র বলেন, নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডকে জরিপ করে ভিডিও করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে দেখে অবৈধ স্থাপনা অপসারন করার কার্যক্রম চলছে। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, নগরীর সৌন্দর্য রক্ষা ও বৃদ্ধির স্বার্থে এবং যানজট নিরসন ও জনসাধারনের চলাচলের স্বার্থে রাস্তাগুলোকে অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে। হকারদের স্বার্থে হকারদেরকে শৃক্সখলার মধ্যে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিরপেক্ষ ও গোপনীয়তা রক্ষা করে হকার পরিসংখ্যান করা হচ্ছে। প্রকৃত হকারদের পরিচয় পত্র সরবরাহ করা হবে। সিটি কর্পোরেশন ফুটপাত চিহ্নিত করে চলাচলের জন্য ৩/২ অংশ বাদ দিয়ে ৩/১ অংশের মধ্যে সু-শৃঙ্খলভাবে হকারদের ব্যবসার সুযোগ দেয়া হবে। তবে হকার' রা ব্যবসা করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া হবে। যাতে দিনের বেলার বাকী সময়ে হাকরগণ ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে আয় রোজগারের সুযোগ পায়। তিনি বলেন, হকার সংগঠন সহ হকারদের সাথে বৈঠক করে হকারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো চূড়ান্ত করা হয়েছে। অচীরেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। মাননীয় মেয়র বলেন, সিভিল সোসাইটি কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের সু-চিন্তিত প্রস্তাব ও পরামর্শকে নাগরিক স্বার্থে কাজে লাগানো হবে। তিনি বলেন,

ইতোমধ্যে ৭শত ১৬ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রিএকনেকের অপেক্ষায় আছে আরোও ২টি প্রকল্প এবং ১ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্পের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে বিএমডিএফ ১৫০ শত কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আরো বলেন, সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রতিবছর ৫৬ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। অন্য এক প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, বিপুল পরিমান অংকের টাকার দায় দেনা এবং পাহাড় সমান দুর্নীতি ও অনিয়ম কাঁধে নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে নিয়ম শৃংখলার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি বলেন, আন্তরিকতা, সঠিক পরিকল্পনা ও দৃঢ়তা থাকলে কঠিনকে জয় করা যায়। তার প্রমান স্বরূপ মেয়র বলেন, বিলবোর্ড উচ্ছেদ একটি জলন্ত প্রমান। তিনি বলেন, রাতে বর্জ্য অপসারনের কাজ চলছে তা অব্যাহত থাকবে। আশা করা যায় ডোর টু ডোর আবর্জনা সংগ্রহ প্রকল্পটির সুফল আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই জনগন ভোগ করবে। ব্যয় বহুল এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নগরীর পরিবেশ অনেক উন্নত হবে। তিনি বলেন, আগামী ৩ বছরের মধ্যে চট্টগ্রামে দৃশ্যমান পরিবর্তন হবে। তিনি নগরবাসীর কাংখিত চাহিদা,উন্নয়ন ও তাঁর ভিশন বাস্তবায়নে সিভিল সোসাইটি সহ নগরীর সর্বস্তরের নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

চট্টগ্রাম- ২২ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয় সাগরিকা ষ্টোর পরিদর্শন ও নতুন ডাম্পট ট্রাক উদ্বোধন করলেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন ২১ মার্চ ২০১৭ খ্রি. মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয় সাগরিকা ষ্টোর এর নির্মানাধীন এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, খোলা আকাশের নিচে পরিত্যক্ত ড্রাম, টায়ার টিউব, অকেজো গাড়ী এবং গাড়ী ও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, রড,লৌহজাত সামগ্রী, কন্টেইনার, উচ্ছেদকৃত বিভিন্ন মালামাল ইত্যাদি সহ

যাবতীয় স্থাপনা, ষ্টোর ২ ঘন্টা ধরে পায়ে হেঁটে খতিয়ে খতিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব চিত্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মেয়র নতুন ক্রয়কৃত ৮টি ১০ টনা আইচার ডাম্প ট্রাক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত ৮টি ৩ টনা ডাম্প ট্রাক, ১টি পেলোডার ও ১টি ট্রাকটর উদ্বোধন করেন। পরিদর্শন ও গাড়ী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমদ, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ রফিকুল ইসলাম মানিক, নির্বাহী প্রকৌশলী ঝুলন কান্তি দাশ, সুদিব বসাক, অসীম বড়ুয়া, সামছুল হুদা ছিদ্দিকী, সহকারী প্রকৌশলী মীর্জা ফজলুল কাদের, সহ সংশ্লিষ্ট উপ সহকারী প্রকৌশলী রাসেল হারুন তালুকদার, নাজিম উদ্দিন নুরুল ইসলাম, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ আবদুল্লাহ ওমর সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা